প্রথম আলো

তারিখ ..... 8 FEB 2009
পৃষ্ঠা ...১৩... কলাম ... ৪.....

তথ্যপ্রযুক্তি ■ মুনির হাসান

পাঠ্যপুস্তকের সংকট ও ইন্টারনেটে বই

মহাশূন্যে ওজনহীন অবস্থায় নানা ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো, সেখানে ঝরনা কলম দিয়ে লেখা সম্ভব নয়। কারণ, মধ্যাকর্ষণ না থাকায় কালি কলম থেকে নেমে আসতে পারে না। এ রকম অবস্থায় কী করা যেতে পারে তা নিয়ে নানা পরিকল্পনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এমনকি ভাবা হলো, গবেষণা করে এমন কলম বের করতে হবে, যা ওজনহীন পরিবেশে কাজ করতে পারে। গবেষণার অর্থও প্রায় জোগাড় হয়ে গেছে। এমন অবস্থায় একজন এসে বলল যে সেখানে কলম দিয়ে লেখার দরকার কী? পেনসিল দিয়ে লিখলেই তো হয়! তখন সবার মনে হলো কতই না সহজ একটি জটিল সমস্যার সমাধান।

জানুয়ারি মাসের পুরোটা জুড়ে আমার এই গল্পের কথা মনে হয়েছে। এ সময় বিভাগীয় গণিত উৎসবের কারণে আমাকে দেশের বেশ কয়েকটি প্রধান শহরে যেতে হয়েছে। ৬ জানুয়ারি আমাদের উৎসব ছিল বিভাগীয় শহর রাজশাহীতে। ৫ তারিখে গভীর রাতে আমরা সেখানে পৌছাই এবং দেখি এ সময় পর্যন্ত শিক্ষার্থী আর তাদের অভিভাবকেরা এক দোকান থেকে আরেক দোকান ঘুরছেন পাঠ্যবইয়ের জন্য। একই চিত্র দেখেছি দিনাজপুর ও বগুড়ায়। আর মাসের শেষ দুই দিন ছিলাম রাঙামাটি ও চট্টগ্রামে। সেখানেও কোনো ব্যতিক্রম দেখিনি। চট্টগ্রামের দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতার মূল খবরের অন্যতম হলো শহরে পাঠ্যপুস্তকের সংকট।

আমি কেবল মূল শহরগুলোর খবর জেনেছি। মফস্বল আর উপজেলার কথা চিন্তা করার মতো কোনো সাহস আমার নেই। জেলা শহরের অভিভাবকদের অনেকের পক্ষে বেশি দাম দিয়ে পাঠ্যপুস্তক কেনা হয়তো সম্ভব। কিন্তু গ্রামের?

প্রতিবছর এমন একটি চিত্র আমরা দেখি। বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌছানো সম্ভবত বাংলাদেশে একটি সুকঠিন কাজ। এর মধ্যে টাকা দিয়ে এবং বিনামূল্যের—দুই ধরনের বই আছে। আমরা অবশ্য জাতি হিসেবে খুবই সচেতন ও মিতব্যয়ী। সে কারণে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অর্ধেককে আমরা পুরোনো বই দিই। এর মাধ্যমে আমরা বিরাট অঙ্কের টাকা নিশ্চয় বাচাতে পারি। তারপর আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলোর বেশির ভাগ ছাপা হয় কমদামি নিউজপ্রিন্টে। এমনকি কোনো পাঠ্যপুস্তকে বহুরঙা কোনো ছবি দেওয়ার প্রয়োজন আমরা বোধ করি না। এগুলোর পেছনে নিশ্চয়ই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। আমরা আর কতটুকু জানি।

> ইন্টারনেট মুদ্রিত বইয়ের বিকল্প নয়। সেগুলো থাকবে, কারণ ছাপানো পাঠ্যপুস্তকের এখনো কোনো বিকল্প নেই আমাদের দেশে। কিন্তু ইন্টারনেটে সব পাঠ্যপুস্তক পাওয়া গেলে তা অসৎ পুস্তক ব্যবসায়ী, যাঁরা বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেন, তাঁদের এই কাজ থেকে বিরত রাখবে।

অথচ চেষ্টা করলেই আমরা হয়তো এই জটিলতা থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্তি দিতে পারি। একটি সহজ বুদ্ধি হলো, পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বইগুলো ইন্টারনেটে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি চমৎকার ওয়েবসাইট আছে (http://www.nctb.gov.bd/). সেখানে কিছু সিলেবাস এবং শিক্ষক নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে অনায়াসে পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করা যায়। কারিগরি দিক থেকে যে তাঁরা সেটি পারেন তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত। আর এখন সব বই কম্পিউটারে কম্পোজ করে প্রকাশিত হয়। ফলে এগুলোর ডিজিটাল কপি রয়েছে, যার মালিক পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বা সরকার। কাজেই একটি মাত্র সিদ্ধান্ত নিলে এই বইগুলোর সংকট দূর হতে পারে।

তবে, মনে রাখা দরকার যে এই ইন্টারনেট মুদ্রিত বইয়ের বিকল্প নয়। সেগুলো থাকবে, কারণ ছাপানো পাঠ্যপুস্তকের এখনো কোনো বিকল্প নেই আমাদের দেশে। কিন্তু ইন্টারনেটে সব পাঠ্যপুস্তক পাওয়া গেলে তা অসৎ পুস্তক ব্যবসায়ী, যাঁরা বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেন, তাঁদের এই কাজ থেকে বিরত রাখবে। এখন প্রায় সব উপজেলা পর্যায়ে ইন্টারনেটের সংযোগসহ তথ্যকেন্দ্র রয়েছে, সেখানে থেকে প্রথম দিকের অংশগুলো মুদ্রণ করে নেওয়া যাবে। ফলে বছরের প্রথম দিন থেকে শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করা যাবে। জানি অনেকে বলবেন এর ফলে পাঠ্যপুস্তকের যে ব্যবসা তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডও ব্যবসা করতে পারবে না। দেশে এখন কপিরাইটের অনেক ধ্বজাধারী আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা বলবেন, এর ফলে পুস্তক প্রণেতা তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবেন। তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, সব পাঠ্যপুস্তকের কপিরাইট বাংলাদেশ সরকারের তথা জনগণের। আর পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে ব্যবসা করতে হবে তা কে বলেছে।

● মুনির হাসান : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি।